দৈনিক জনকণ্ঠ

APR 08 2002

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সান্ধ্যকালীন কোর্স ও প্রাসঙ্গিক কথা

ড. মোঃ হোসেন মনসুর

প্রাচ্যের অক্সফোর্ড নামে খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আজ এক কঠিন সমস্যার সম্মুখীন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সান্ধ্যকালীন কোর্স চালুর বিষয়টিকে কেন্দ্র করে সমস্যাটি সৃষ্টি হয়েছে। দেশে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর সেখানে পার্টটাইম শিক্ষক হিসাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকমণ্ডলী শিক্ষাদানের সুযোগ পেয়েছেন। তারপর থেকেই সমস্যাটি বার বার মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। অতীতের শাসনামলে সরকার এবং প্রশাসনের নিরুৎসাহের কারণে ব্যাপারটি অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়েছিল। এবার বিষয়টি অত্যন্ত জোরেশোরে শিক্ষকমহলে আলোচিত হচ্ছে। আলোচনার প্রধান কারণ হলো, প্রশাসন থেকে শিক্ষকদের কাছ থেকে সান্ধ্যকালীন কোর্স চালুর বিষয়ে মতামত চাওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে সম্মানিত শিক্ষকমণ্ডলী তাঁদের সুচিন্তিত মতামত দেবেন। আমি এ বিষয়ে দুয়েকটি কথা বলব। বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক হিসাবে নয়, সমাজের একজন সচেতন নাগরিক হিসাবেই আমি আমার বক্তব্য তুলে ধরতে চাই। এ কথা ঠিক যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তার নিজস্ব আয় থেকে অর্থ সংস্থান করতে পারে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেটের সিংহভাগ আসে সরকারী তহবিল থেকে। তাই জনগণের অর্থেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত হয়। সে ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটাবে এটাই জাতির প্রত্যাশা।

খবরে প্রকাশ, সান্ধ্যকালীন কোর্স চালু হবে আমেরিকান শিক্ষা পদ্ধতি অনুযায়ী। রাত প্রায় এগারোটা পর্যন্ত ক্লাস চলতে থাকবে। ছাত্র বেতন হবে দিবাকালীন ছাত্র বেতনের চেয়ে প্রায় ২০০ গুণ বেশি। এ টাকার ৭০% পাবে সান্ধ্যকালীন কোর্সের সাথে সম্পৃক্ত শিক্ষকমণ্ডলী। শিক্ষকদের কাছে প্রস্তাবটি লোভনীয়। আবার বিত্তশালী অভিভাবকদের কাছেও আশার সঞ্চার করেছে। তাদের সন্তানরা মানসম্পন্ন বিদ্যাপীঠে শিক্ষা অর্জন করবে।

সান্ধ্যকালীন কোর্স চালুর ব্যাপারটি নিয়ে শিক্ষকগণ অনেকটা দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়েছেন। কিছুসংখ্যক শিক্ষক সান্ধ্যকালীন কোর্স চালুর পক্ষে মতামত ব্যক্ত করেছেন। তার প্রধান কারণ হলো, শিক্ষকদের যে বেতন তাতে তাঁরা সর্বদাই আর্থিক অভাব অনটনে ভোগেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা ছাত্র হয়ে শিক্ষকতার পেশা বেছে নেয়ায় অন্য পেশাজীবীদের চেয়ে আর্থিক অসচ্ছলতা তাঁদের মানসিক পীড়ার মূল-কারণ। সান্ধ্যকালীন কোর্স চালুর মাধ্যমে শিক্ষকদের একটা বাড়তি আয়ের সুযোগ সৃষ্টি হবে। অন্যদিকে আসন সংখ্যার সীমাবদ্ধতায় অনেক মেধাবী ছাত্রও ভর্তির সুযোগ পাচ্ছে না। বর্তমান ভৌত অবকাঠামোর মধ্যে বিত্তশালী অভিভাবকদের তুলনামূলকভাবে কম মেধাবী ছেলেমেয়েরা শিক্ষার সুযোগ পাবে। সান্ধ্যকালীন কোর্স চালুর বিষয়টি সাধারণভাবে সহজ মনে হলেও এর সাথে জড়িত আছে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান, গবেষণার উৎকর্ষ, শিক্ষার পরিবেশ ও সর্বোপরি প্রশাসনিক জটিলতা। একই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবাহিত হবে দুটি ধারা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একটা সামাজিক বৈষম্যের সৃষ্টি করবে; দিন হবে বিত্তহীনদের আর রাত হবে বিত্তবানদের। তা কোনভাবেই শিক্ষার মূলনীতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারী মিলে এমন অবস্থায় দাঁড়িয়েছে যে, শিক্ষা ও গবেষণার মান এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে প্রশাসন হিমশিম খাচ্ছে। তারপর সান্ধ্যকালীন কোর্স হবে, বোঝার ওপরে শাকের আঁটি। সান্ধ্যকালীন কোর্স চালু করলে হাজারো সমস্যা দেখা দিতে পারে। তার মধ্যে নিম্নোক্ত প্রধান সমস্যাগুলো পাঠকদের কাছে তুলে ধরা হলো;

১। নিয়োগপত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের দায়িত্বের কথা উল্লেখ করা হয়, তাহলো– শিক্ষাদান ও গবেষণা। শিক্ষকরা যদি বেশি ক্লাস নেয়ায় ব্যস্ত থাকেন তবে তাঁরা গবেষণা করার জন্য বেশি সময় পাবেন না। তাতে আন্তর্জাতিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের মান কমে যাবে।

২। শিক্ষকরা দিবাকালীন শিফটের চেয়ে সান্ধ্যকালীন শিফটের জন্য উৎসাহী হয়ে পড়বেন। এতে নবীন ও প্রবীণ শিক্ষকদের মধ্যে একটা অন্তর্কলহের সৃষ্টি হবে।

৩। ছাত্রদের নিকট থেকে অতিরিক্ত বেতন নিয়ে শিক্ষাদান করলে জাতির কাছে শিক্ষকদের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হবে। শিক্ষকদের ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গি সমাজে গ্রহণযোগ্যতা পাবে না।

৪। হিসাব করে দেখা গেছে, সান্ধ্যকালীন ক্লাস চালু হলে শিক্ষকদের অতিরিক্ত আয় ২০০০ টাকার বেশি হবে না। সুতরাং গবেষণায় কাঙ্ক্ষিত অবদান না রেখে আর্থিকভাবে তাঁরা বেশি লাভবান হবেন না।

৫। এতে প্রশাসনিক জটিলতা ও ব্যয় বেড়ে যাবে। যেমন রেজিস্ট্রার অফিস, বিভাগীয় অফিস, লাইব্রেরী রাতে খোলা রাখতে হবে।

৬। প্রক্টর, ছাত্র উপদেষ্টাসহ সকল চেয়ারম্যানকে রাতে দায়িত্ব পালন করতে হবে নতুবা আলাদাভাবে শিক্ষকদের ঐ সকল পদে নিয়োগ দিতে হবে।

৭। বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাঠামোর বর্তমান ধারণ ক্ষমতা নিয়ে ক্যাম্পাসের পরিবেশ একটি ভারসাম্য অবস্থায় আছে, ছাত্র দ্বিগুণ হলে ক্যাম্পাসের পরিবেশ বিনষ্ট হবে।

৮। সান্ধ্যকালীন শিফটের ছাত্রীদের নিরাপত্তা অনিশ্চিত হয়ে পড়বে। এ সমস্যা প্রকট হবে যদি বিদ্যুতবিভ্রাট ঘটে।

৯। কিছুদিন পরেই ছাত্রদের কোটের সন্ধ্যার হবে– যা পরবর্তীতে আন্দোলনের রূপ নিতে পারে। যেমন, সান্ধ্যকালীন ছাত্ররা দাবি তুলবে এই বলে যে, দিবাকালীন ছাত্রদের চেয়ে দুই শ' গুণ বেশি বেতন দিয়ে কেন তারা হলগুলোতে থাকতে পারছে না। সে ক্ষেত্রে দিবাকালীন ও সান্ধ্যকালীন ছাত্রদের মধ্যে আবাসিক হল দখলের জন্য সংঘাত অনিবার্য।

১০। দিবাকালীন ছাত্রদের মেধাস্কোর যার সর্বনিম্ন সে ভাল বিভাগ পায় না। অথচ তার নিচের মেধাস্কোরের ছাত্ররা সান্ধ্যকালীন হওয়ায় পাবে অত্যন্ত ভাল বিভাগ। দিবাকালীন ও সান্ধ্যকালীন ছাত্রদের মধ্যে এ বৈষম্য হবে অত্যন্ত জটিল এবং যা ক্ষোভ থেকে সংঘাতের দিকে টেনে নিয়ে যাবে।

১১। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা দু'শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়বে, সান্ধ্যকালীন ধনী শ্রেণী ও দিবাকালীন গরিব শ্রেণী (যদিও তাদের মধ্যে ধনীর সন্তানেরা থাকবে)। এ বিভাজন জাতির জন্য গ্রহণযোগ্য ও মঙ্গলজনক নয়।

১২। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিনে হবে সরকারী আর রাতে হবে বেসরকারী (অনেকটা কোচিং সেন্টার)।

সান্ধ্যকালীন কোর্স চালু না করার পক্ষে আরও যুক্তি আছে। প্রধান প্রধান সমস্যাই এখানে তুলে ধরা হলো। জনগণের অর্থে পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয়ে বিত্তবানদের জন্য আলাদা সুযোগ সৃষ্টি সর্বজনীন হতে পারে না। একটি নির্দিষ্টসংখ্যক ছাত্রছাত্রী নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত হলে বিশ্ববিদ্যালয় তার মান ও মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখবে এটাই জাতির প্রত্যাশা। বিত্তবান মানুষের স্বার্থকে বড় করে না দেখে বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্যকেই বড় করে দেখা উচিত।

জানি সেখানে কাদের ছেলেমেয়েরা পড়ালেখা করবে। সেই শ্রেণীর মানুষ শুধু বাংলাদেশেই নয়, সারা বিশ্বেই শক্তিশালী। এ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করে অনেকেই বিদেশে পাড়ি জমিয়েছেন। তাঁরা আর কোন দিন দেশে ফিরে আসবেন না। সবাই যে বেকার ছিলেন তা নয়; অনেকেই চাকরি ছেড়ে চলে গেছেন। তাঁদের সারা জীবনের শ্রম ও মেধা সবকিছুই বিদেশের জন্য নিবেদিত। তাঁদের সিংহভাগই দেশে বৈদেশিক মুদ্রা পাঠান না। মেধাবী ছাত্ররা ফিরে আসেন না। তাঁরা বলেন, বাংলাদেশে নাকি তাঁদের মেধার যথাযথ মূল্য পান না। কিন্তু তাঁরা স্রেফ ভুলে যান দারিদ্র্যপীড়িত বাংলাদেশের জনগণের অর্থে পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয়েই তাঁদের মেধার বিকাশ ঘটেছিল। বাংলাদেশ অর্থ খরচ করে তাঁদের শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করেছিল এ জন্য যে, বাংলাদেশের উন্নয়নে তাঁরা অবদান রাখবেন। কিন্তু তাঁরা অকৃতজ্ঞের পরিচয় দিয়েছেন। হিসাব করলে দেখা যাবে বিত্তশালী সম্প্রদায়ের সন্তানরাই বিদেশে পাড়ি জমান। আজ আবার সাধারণ ছাত্রদের হুমকির মুখে রেখে তাঁদের সন্তানদের জন্য সুযোগ সৃষ্টির প্রস্তাব এসেছে।

বার বার সান্ধ্যকালীন কোর্স চালুর প্রস্তাব বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছে। তবে এবারই মনে হচ্ছে প্রশাসন বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করছে। বিভাগীয় পর্যদের মতামত চেয়ে ডীন অফিস থেকে একটি বিজ্ঞপ্তিও বিতরণ করা হয়েছে। পরে বিষয়টি একাডেমিক কাউন্সিলে উত্থাপিত হবে।

যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিলই নীতিনির্ধারক হয়, তবে শুধু উপস্থিত সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত না নিয়ে সকল সদস্যের লিখিত মতামত গ্রহণ করা দরকার। এই একাডেমিক কাউন্সিলে যাঁরা মতামত ব্যক্ত করবেন তাঁদের মতামতকেই শুধু প্রাধান্য দিলে হবে না। কারণ সান্ধ্যকালীন কোর্সের সাথে তাদের আর্থিক সংশ্লিষ্টতা আছে। এ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যাঁরা পাস করে বের হয়ে যান তাঁদের কাছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্বপ্ন হয়ে থাকে। তাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মানমর্যাদা রক্ষার দায়িত্ব তাঁদেরও। সে ক্ষেত্রে প্রাক্তন ছাত্রদের মতামত সংগ্রহ করা যেতে পারে। সান্ধ্যকালীন কোর্স চালু হলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বৈত শাসন শুরু হবে; সরকারী ও বেসরকারী। সান্ধ্যকালীন কোর্স চালু বেসরকারীকরণের প্রাথমিক পদক্ষেপ। তাই সরকার, মন্ত্রণালয় ও প্রশাসনের কাছে সচেতন নাগরিকদের বিনীত অনুরোধ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যেন বেসরকারী কোচিং সেন্টারে রূপান্তরিত না হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সান্ধ্যকালীন কোর্স চালুর ব্যাপারে উৎসাহের প্রধান কারণ হলো তাঁদের বেতন অবকাঠামো সামাজিক অবস্থানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের আর্থিক সচ্ছলতার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দেশে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর থেকে সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলো একটা প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হচ্ছে। ক্যারিয়ারের দিক থেকে কম মেধাসম্পন্ন শিক্ষকরা অত্যন্ত উচ্চ বেতনে সেখানে নিয়োগ পাচ্ছেন। শুধু বেতনের কারণেই অদূর ভবিষ্যতে সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে তুখোড় মেধাসম্পন্ন শিক্ষকের অভাব হয়ে পড়বে। কারণ তাঁরা উচ্চ বেতনে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবে। তাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের আদালা বেতন অবকাঠামোর কথা অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে।